কলা চাষের বিস্তারিত বিবরণী

কলা এর জাতের ভিত্তি

জাতের নাম : বারি কলা-১

জনপ্রিয় নাম : সাগর কলা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩৫০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : কলা অমৃতসাগর ও মেহেরসাগরের মত দেখতে কিন্তু গাছ কিছুটা ছোট।

জাতের ধরণ : পাকা কলা

জাতের বৈশিষ্ট্য :

পাকা কলা উজ্জ্বল হলুদ। কাঁদিতে ৮-১১টি ফানা থাকে, সঠিক পরিচর্যায় ১৫০-২০০টি কলা পাওয়া যায়। একটি কলার গড় ওজন ১২৫ গ্রাম।
মিষ্টতা ২৪%। কাঁদি প্রতি গড় ফলন ২৫ কেজি। দেশের সর্বত্র চাষের উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০০ - ২৪০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫০ - ৬০

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

চরম শীত ও বর্ষাকাল ছাড়া বছরের যে কোন সময় কলার চারা লাগানো যায়। তবে চারা লাগানোর সবচেয়ে ভাল সময় হল বর্ষা শেষে আশ্বিন-
কার্তিক মাস। এ সময়ে লাগানো চারার ফলন সবচেয়ে বেশি হয়। এ ছাড়া মাঘ ও বৈশাখ মাসে চারা লাগানো যায়।

ফসল তোলার সময় :

রোপণের ১১-১২ মাসে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি কলা-২

জনপ্রিয় নাম : কাঁচকলা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩৫০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : এটি কাঁচা কলার জাত। সঠিক পরিচর্যায় ১০০-১৫০টি কলা পাওয়া যায়। কলা মাঝারী, গাঢ় সবুজ। সহজে সিদ্ধ হয়।
কাঁদি প্রতি গড় ফলন ১৫ কেজি তাতে ফলের সংখ্যা ৯৯। কলার গড় ওজন ১০০ গ্রাম, খেতে ভালো।

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ বেশ মোটা, শক্ত এবং মাঝারি আকারের।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৪০ - ১৬০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩৫ - ৪০

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

চরম শীত ও বর্ষাকাল ছাড়া বছরের যে কোন সময় কলার চারা লাগানো যায়। তবে চারা লাগানোর সবচেয়ে ভাল সময় হল বর্ষা শেষে আশ্বিন-কার্তিক মাস। এ সময়ে লাগানো চারার ফলন সবচেয়ে বেশি হয়। এ ছাড়া মাঘ ও বৈশাখ মাসে চারা লাগানো যায়।

ফসল তোলার সময় :

রোপণের ১১-১২ মাসে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি কলা-৩

জনপ্রিয় নাম : কাঁচকলা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩৫০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : পাকা কলার রং হলুদ। বীজহীন জাত, সঠিক পরিচর্যা ১৪০-১৫০টি কলা পাওয়া যায়। মিষ্টতা ২৫.৫%, সুস্বাদু। পাকার পর ঘরে ৫ দিন থাকে। কাঁদি প্রতি গড় ফলন ২৩-২৫ কেজি।

জাতের ধরণ : কাচা/আনাজী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ মাঝারি গড়নের।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৮০ - ২০০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪৫ - ৫০

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

চরম শীত ও বর্ষাকাল ছাড়া বছরের যে কোন সময় কলার চারা লাগানো যায়। তবে চারা লাগানোর সবচেয়ে ভাল সময় হল বর্ষা শেষে আশ্বিন-কার্তিক মাস। এ সময়ে লাগানো চারার ফলন সবচেয়ে বেশি হয়। এ ছাড়া মাঘ ও বৈশাখ মাসে চারা লাগানো যায়।

ফসল তোলার সময় :

রোপণের ১১-১২ মাসে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি কলা-৪

জনপ্রিয় নাম : চাপাকলা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩৫০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : পাকা কলার রং হলুদ। বিজহীন জাত। ফল মাঝারী, ওজন ৯৫-১০০ গ্রাম। সঠিক পরিচর্যায় ১৭৮টি কলা পাওয়া যায়। মিষ্টতা ২০%, সুস্বাদু। কাঁদি প্রতি গড় ফলন ২৩-২৫ কেজি। চাঁপা কলার উফশী জাত। স্বাদ টকমিষ্টি।

জাতের ধরণ : পাকা কলা

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ মাঝারি গড়নের।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৬০ - ১৮০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪০ - ৫০

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

চরম শীত ও বর্ষাকাল ছাড়া বছরের যে কোন সময় কলার চারা লাগানো যায়। তবে চারা লাগানোর সবচেয়ে ভাল সময় হল বর্ষা শেষে আশ্বিন-কার্তিক মাস। এ সময়ে লাগানো চারার ফলন সবচেয়ে বেশি হয়। এ ছাড়া মাঘ ও বৈশাখ মাসে চারা লাগানো যায়।

ফসল তোলার সময় :

রোপণের ১১-১২ মাসে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : সবরি

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : স্থানীয়

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩৫০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : পাকা কলার রং হলুদ। শাঁস নরম বিজ শূন্য, মিষ্টি স্বাদের। খোসার রং হলুদ। প্রতি কাঁদিতে ৮৫-১২০টি কলা ধরে। কাঁদির ওজন প্রায় ১০ কেজি।

জাতের ধরণ : পাকা কলা

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ ২.৫-৩.০ মিটার লম্বা।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৫০ - ৬০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১২ - ১৫

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

চরম শীত ও বর্ষাকাল ছাড়া বছরের যে কোন সময় কলার চারা লাগানো যায়। তবে চারা লাগানোর সবচেয়ে ভাল সময় হল বর্ষা শেষে আশ্বিন-কার্তিক মাস। এ সময়ে লাগানো চারার ফলন সবচেয়ে বেশি হয়। এ ছাড়া মাঘ ও বৈশাখ মাসে চারা লাগানো যায়।

ফসল তোলার সময় :

রোপণের ১২-১৫ মাসে।

তথ্যের উৎস :

বারো মাস ফসল উৎপাদন, মৃত্যুঞ্জয় রায়, ২০১৬।

জাতের নাম : অমৃত সাগর

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : স্থানীয়

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩৫০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : পাকা কলার রং হলুদ। শাঁস বীজ শূন্য, মোলায়েম সুগন্ধযুক্ত ও মিষ্ট। প্রতি কাঁদিতে ৬০-৯০টি কলা ধরে। কাঁদির ওজন প্রায় ১৫ কেজি।

জাতের ধরণ : পাকা কলা

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ ২.০-২.৫ মিটার লম্বা। কান্ড নরম।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬০ - ৮০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১৫ - ২০

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

চরম শীত ও বর্ষাকাল ছাড়া বছরের যে কোন সময় কলার চারা লাগানো যায়। তবে চারা লাগানোর সবচেয়ে ভাল সময় হল বর্ষা শেষে আশ্বিন-কার্তিক মাস। এ সময়ে লাগানো চারার ফলন সবচেয়ে বেশি হয়। এ ছাড়া মাঘ ও বৈশাখ মাসে চারা লাগানো যায়।

ফসল তোলার সময় :

রোপণের ১১-১২ মাসে।

তথ্যের উৎস :

বারো মাস ফসল উৎপাদন, মৃত্যুঞ্জয় রায়, ২০১৬।

জাতের নাম : মেহের সাগর

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : স্থানীয়

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩৫০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : পাকা কলার রং হালকা হলুদ। শাঁস নরম বীজ শূন্য, মিষ্টি কিন্তু ফলের সংরক্ষণ ক্ষমতা কম। খোসার রং হলুদ। প্রতি কাঁদিতে ১২৫-২০০টি কলা ধরে। কাঁদির ওজন প্রায় ১৩ কেজি।

জাতের ধরণ : পাকা কলা

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ ২.০-২.৫ মিটার লম্বা। ভূয়া কান্ড বেশ মজবুত।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮০ - ১০০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২০ - ২৫

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

চরম শীত ও বর্ষাকাল ছাড়া বছরের যে কোন সময় কলার চারা লাগানো যায়। তবে চারা লাগানোর সবচেয়ে ভাল সময় হল বর্ষা শেষে আশ্বিন-কার্তিক মাস। এ সময়ে লাগানো চারার ফলন সবচেয়ে বেশি হয়। এ ছাড়া মাঘ ও বৈশাখ মাসে চারা লাগানো যায়।

ফসল তোলার সময় :

রোপণের ১১-১২ মাসে।

তথ্যের উৎস :

বারো মাস ফসল উৎপাদন, মৃত্যুঞ্জয় রায়, ২০১৬।

জাতের নাম : আনাজি কলা

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : স্থানীয়

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩৫০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : কাঁদি ৮ থেকে ১০ কেজি। খোসা মোতা, বীজ থাকে না। তরকারি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সারা বছর পাওয়া যায়। মধুপুরে আনারসের সাথে ফসল হিসেবে চাষ হয়।

জাতের ধরণ : কাচা/আনাজি

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছের আকার বড়। তবে মজবুত নয়, বিধায় কাঁদি আসার পর গাছে খুঁটি ব্যবহার করা হয়। সারা বছর পাওয়া যায়।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৫০ - ৬০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১২ - ১৫

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

চরম শীত ও বর্ষাকাল ছাড়া বছরের যে কোন সময় কলার চারা লাগানো যায়। তবে চারা লাগানোর সবচেয়ে ভাল সময় হল বর্ষা শেষে আশ্বিন-কার্তিক মাস। এ সময়ে লাগানো চারার ফলন সবচেয়ে বেশি হয়। এ ছাড়া মাঘ ও বৈশাখ মাসে চারা লাগানো যায়।

ফসল তোলার সময় :

রোপণের ১১-১২ মাসে।

তথ্যের উৎস :

বারো মাস ফসল উৎপাদন, মৃত্যুঞ্জয় রায়, ২০১৬।

জাতের নাম : বিচি কলা

জনপ্রিয় নাম : অ্যাঁইট্রা কলা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : স্থানীয়

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩৫০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : কলা বড়, প্রচুর বিচিযুক্ত। পাকা কলার শাঁস আঠালো ও খুব মিষ্টি। খোসা পুরু। সংরক্ষণ কাল বেশী। জাতটি ঔষধি গুণসম্পন্ন।

জাতের ধরণ : পাকা কলা

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছের আকার বড়, শক্ত ও মজবুত। খরা ও বন্যা সহ্যে পারে।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৫০ - ৬০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১২ - ১৫

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

চরম শীত ও বর্ষাকাল ছাড়া বছরের যে কোন সময় কলার চারা লাগানো যায়। তবে চারা লাগানোর সবচেয়ে ভাল সময় হল বর্ষা শেষে আশ্বিন-কার্তিক মাস। এ সময়ে লাগানো চারার ফলন সবচেয়ে বেশি হয়। এ ছাড়া মাঘ ও বৈশাখ মাসে চারা লাগানো যায়।

ফসল তোলার সময় :

রোপণের ১১-১২ মাসে।

তথ্যের উৎস :

বারো মাস ফসল উৎপাদন, মৃত্যুঞ্জয় রায়, ২০১৬।

জাতের নাম : চিনি চাঁপা কলা

জনপ্রিয় নাম : চিনি চাম্পা কলা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : স্থানীয়

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩৫০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাঁপার কলার চেয়ে ছোট, উজ্জল হলুদ রং এর, মিষ্টি। খোসা খুব পাতলা।

জাতের ধরণ : পাকা কলা

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ মাঝারি।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৫০ - ৬০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১২ - ১৫

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

চরম শীত ও বর্ষাকাল ছাড়া বছরের যে কোন সময় কলার চারা লাগানো যায়। তবে চারা লাগানোর সবচেয়ে ভাল সময় হল বর্ষা শেষে আশ্বিন-কার্তিক মাস। এ সময়ে লাগানো চারার ফলন সবচেয়ে বেশি হয়। এ ছাড়া মাঘ ও বৈশাখ মাসে চারা লাগানো যায়।

ফসল তোলার সময় :

রোপণের ১১-১২ মাসে।

তথ্যের উৎস :

বারো মাস ফসল উৎপাদন, মৃত্যুঞ্জয় রায়, ২০১৬।

জাতের নাম : চাঁপা কলা

জনপ্রিয় নাম : চাম্পা কলা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : স্থানীয়

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩৫০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাঁপা কলা উজ্জল হলুদ রং এর, ছোট কলা খেতে খুবই সুস্বাদু। স্বাদে টক মিষ্টি, সুগন্ধযুক্ত। খোসা পাতলা।

জাতের ধরণ : পাকা কলা

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ মাঝারি।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৫০ - ৬০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১২ - ১৫

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

চরম শীত ও বর্ষাকাল ছাড়া বছরের যে কোন সময় কলার চারা লাগানো যায়। তবে চারা লাগানোর সবচেয়ে ভাল সময় হল বর্ষা শেষে আশ্বিন-কার্তিক মাস। এ সময়ে লাগানো চারার ফলন সবচেয়ে বেশি হয়। এ ছাড়া মাঘ ও বৈশাখ মাসে চারা লাগানো যায়।

ফসল তোলার সময় :

রোপণের ১১-১২ মাসে।

তথ্যের উৎস :

বারো মাস ফসল উৎপাদন, মৃত্যুঞ্জয় রায়, ২০১৬।

কলা এর পুষ্টিমানের তথ্য

পুষ্টিমান :

পাকা কলার প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যাংশে জলীয় অংশ- ৬২.৭ গ্রাম, খনিজ পদার্থ- ০.৯ গ্রাম, আঁশ- ০.৪ গ্রাম, আমিষ- ৭.০ গ্রাম, চর্বি- ০.৮ গ্রাম, ক্যালসিয়াম- ১৩.০ মিলিগ্রাম, লৌহ- ০.৯ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি-১- ০.১ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি-২- ০.০৫ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন সি- ২৪ মিলিগ্রাম ও খাদ্যশক্তি- ১০৯ কিলোক্যালোরি রয়েছে। কাঁচা কলায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও ফসফেট।

তথ্যের উৎস :

ফল উৎপাদনের উন্নত কলাকৌশল, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি), ২০১১।

কলা এর বীজ ও বীজতলার তথ্য

প্রয়োজ্য নয়।

কলা এর চাষপদ্ধতির তথ্য

বর্গনা : চারা রোপণের এক মাস আগে গর্ত করতে হবে। গর্তের আকার হবে = ২ ফুট × ২ ফুট × ২ ফুট। গর্তের মাটির সাথে জৈব সার, টিএসপি ও পটাশ সার মিশিয়ে ঢেকে রাখতে হবে।

চাষপদ্ধতি :

চারা রোপণের জন্য অসি তেউড় (Sword Sucker) সবচেয়ে ভাল। অসি তেউড়ের পাতা সরু ও সুচালো, অনেকটা তলোয়ারের মত। গুড়ি বড়, শক্তিশালী, কান্ড ক্রমশ নীচের দিক থেকে উপরের দিকে সরু হয়। তিন মাস বয়সের সুস্থ, সবল তেউড় রোগমুক্ত বাগান থেকে সংগ্রহ করতে হবে। সাধারণত খাটো জাতের গাছের ৩৫-৪৫ সেমি এবং লম্বা জাতের গাছের ৫০-৬০ সেমি। দৈর্ঘ্যের তেউড় ব্যবহার করা হয়। এছাড়া টিস্যু কালচারের মাধ্যমে কলার চারা তৈরী করা যায়। গাছের নিচের দিকের স্বাভাবিকভাবে বা বালাইয়ের কারণে মরা পাতা ধারালো হাসুয়া দিয়ে কান্ড বরাবর কেটে ফেলুন। কলার কাঁদি বের হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গাছের গৌড়ায় কোন চারা রাখা উচিত নয়। অবাঞ্চিত তেউড় বা সাকার ধারালো হাসুয়া দিয়ে মাটি বরাবর কেটে ফেলুন।

জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

কলা এর মাটি ও সার ব্যবস্থাপনার তথ্য

মৃত্তিকা :

পর্যাপ্ত রোদ পড়ে এমন উঁচু ও সুনিষ্কাশিত দোআঁশ থেকে বেলে দোআঁশ মাটি।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :

মাটির ধরন এবং মাটি পরীক্ষার জন্য মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর সহায়তা নিতে হবে।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সার পরিচিতি :

সার পরিচিতি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :

ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ফসলের সার সুপারিশ :

সারের নাম	সারের পরিমাণ/ গাছ	প্রয়োগ পদ্ধতি
জৈব সার	১৫-২০ কেজি	পচা গোবর, টিএসপি ও জিপসামের ৫০% জমি তৈরীর শেষ চাষের সময় এবং অবশিষ্ট গোবর, টিএসপি, জিপসাম ও পটাশের ২৫% গর্তে প্রয়োগ করতে হবে। রোপণের দেড় থেকে দুই মাস পর ২৫% ইউরিয়া এবং ২৫% পটাশ মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। এর দুই মাস পর পর গাছপ্রতি ৫০ গ্রাম পটাশ ও ৭৫ গ্রাম ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। ফুল আসার পর এর পরিমাণ দ্বিগুন করতে হবে।
টিএসপি	৪০০ গ্রাম	
এমওপি	৬০০ গ্রাম	
ইউরিয়া	৫০০-৬০০ গ্রাম	
জিপসাম	২০০-৩০০ গ্রাম	

[অন লাইন সার সুপারিশ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

কলা এর সেচের তথ্য

সেচ ব্যবস্থাপনা :

মাটিতে পর্যাপ্ত রস না থাকলে তখনই সেচ দিন। শুকনো মৌসুমে ১০-১৫ দিন পর সেচ দিন। জমিতে রসের অভাব থাকলে সেচ দিতে হবে।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি :

বৃষ্টি বা অতিরিক্ত সেচের পানি জমিতে জমতে দিবেন না। এর পর জো এলে কোদাল/নিড়ানি দিয়ে মাটির ওপরের চটা ভেঙে দিন।

লবণাক্ত এলাকায় সেচ প্রযুক্তি :

কলসি বা ঝাঁঝি দিয়ে ঝরনা সেচ দিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

কলা এর আগাছার তথ্য

আগাছার নাম : দুর্বা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে।

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী ঘাসজাতীয় বীৰুং আগাছা ।

প্রতিকারের উপায় :

মাটির অগভীরে আগাছার কন্দমূল নিড়ানি, কোদাল, লাঞ্জল দিয়ে ও হাতড়ে তুলে শুকিয়ে মেরে ফেলুন ।

তথ্যের উৎস :

আগাছা ও বীজ- এম এ গাফফার ও অন্যান্য, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮।

আগাছার নাম : মুখা / ভাদাইল

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। জুন থেকে অক্টোবরের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাস্তি হয়।

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী সেজ/ বীৰুং জাতীয় আগাছা ।

প্রতিকারের উপায় :

নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন। সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র নিড়িয়ে আগাছা বাছাই করুন।

তথ্যের উৎস :

আগাছা ও বীজ- এম এ গাফফার ও অন্যান্য, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮।

কলা এর আবহাওয়া ও দুর্যোগ তথ্য

খরা

বাংলা মাসের নাম : চৈত্র

ইংরেজি মাসের নাম : এপ্রিল

ফসল ফলনের সময়কাল : সারা বছর

দুর্যোগের নাম : খরা

দুর্যোগ পূর্বপ্রত্নুতি :

সেচ নালা ,সেচ যন্ত্র প্রস্তুত রাখুন।

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রত্নুতি :

ঝাঁঝরি/ঝরনা দিয়ে সেচ দিন।

দুর্যোগ পূর্ববার্তা : গণ মাধ্যমে বার্তা শোনা।

প্রত্নুতি : সারিতে বুনুন, যাতে জমিতে সেচের পানি সমানভাবে দেওয়া যায়। বাস্তি ফসল তুলে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

জলবায়ু পরিবর্তন কৃষিতে অভিযোজন- ড আবু ওয়ালী রাগিব হাসান ও অন্যান্য, ফেব্রুয়ারি, ২০১৪।

অতিবৃষ্টি ও জলাবদ্ধতা

বাংলা মাসের নাম : আষাঢ়

ইংরেজি মাসের নাম : জুলাই

ফসল ফলনের সময়কাল : সারা বছর

দুর্যোগের নাম : অতিবৃষ্টি ও জলাবদ্ধতা

দুর্যোগ পূর্বপ্রত্নুতি :

নিষ্কাশন নালা প্রস্তুত রাখুন।

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রত্নুতি :

তাড়াতাড়ি অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার ব্যবস্থা করুন।

দুর্যোগ পূর্ববার্তা : গণ মাধ্যমে বার্তা শোনা।

প্রত্নুতি : নিষ্কাশন নালা প্রস্তুত রাখুন।

তথ্যের উৎস :

জলবায়ু পরিবর্তন কৃষিতে অভিযোজন- ড আবু ওয়ালী রাগিব হাসান ও অন্যান্য, ফেব্রুয়ারি, ২০১৪।

ঝড় /শিলাবৃষ্টি

বাংলা মাসের নাম : ফাল্গুন

ইংরেজি মাসের নাম : ফেব্রুয়ারী

ফসল ফলনের সময়কাল : সারা বছর

দুর্যোগের নাম : ঝড় /শিলাবৃষ্টি

দুর্যোগ পূর্বপ্রত্নুতি :

খুঁটি মেরামত করে মজবুত করে নিন। নিষ্কাশন নালা প্রস্তুত রাখুন।

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রত্নুতি :

তাড়াতাড়ি অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার ব্যবস্থা করুন। ঘের বেড়া মেরামত করে নিন।

দুর্যোগ পূর্ববার্তা : গণ মাধ্যমে বার্তা শোনা।

প্রত্নুতি : লাইনে বনুন। অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার ব্যবস্থা রাখুন।

তথ্যের উৎস :

জলবায়ু পরিবর্তন কৃষিতে অভিযোজন- ড আবু ওয়ালী রাগিব হাসান ও অন্যান্য, ফেব্রুয়ারি, ২০১৪।

কলা এর পোকাকার তথ্য

পোকাকার নাম : জাব পোকা

পোকা চেনার উপায় : খুব ছোট সবুজাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট।

ক্ষতির ধরণ : পাতা, ফুল ও কচি ফলের রস চুষে খায়। ফলে গাছ দুর্বল হয়, পাতা কঁকড়ে যায়, ফল ছোট ও বিকৃত হয়। এর কারনে কালো ছাতা ছত্রাক জন্মে ও ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল

পোকাকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

মোচা বের হবার আগে, মোচা বের হবার সাথে সাথে ছড়াতে, কলা পুরা বের হবার পর - এই মোট ৪ বার ডেল্টামেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন: ডেসিস ২.৫ ইসি ১০ মিলিলিটার প্রতি ১০ লিটার মিশিয়ে স্প্রে করুন। আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার /২ মুখ)১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আগের ফসলের নাড়া বা অবশিষ্ট অংশ ভালভাবে ধুঁস করা। আগাছা, মরা পাতা ও আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে। নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

অন্যান্য :

সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাজা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস :

ফলের সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, মৃত্যুঞ্জয় রায়, ২০১৬, অনিন্দ্য প্রকাশনী।

পোকাকার নাম : কলার পাতা ও ফলের বিটল

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণবয়স্ক পোকা ৪.০-৪.৫ মিমি লম্বা, ২.০ মিমি চওড়া। মাথা রং বাদামি, উপরের আবরণ কোন প্রজাতির বাদামি, কোনটা নীলচে সবুজ।

ক্ষতির ধরণ : বয়স্ক পোকা কুড়ে কুড়ে খাওয়ায় পাতার ও ফলের উপর সবু লম্বা ছোট ছোট দাগ পড়ে। কলা বড় হওয়ার সাথে সাথে দাগগুলো বড় হয় ও কালচে খুসর রঙ ধারণ করে। কলার মোচা বের হলে পাতা ছেড়ে কচি কলা আক্রমণ করে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

পোকামাকড় জীবনকাল : পূর্ণ বয়স্ক, কীড়া

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা , ফল , ফুল

পোকাকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : লার্ভা , পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

মোচা বের হবার আগে, মোচা বের হবার সাথে সাথে ছড়াতে, কলা পুরা বের হবার পর -এই মোট ৪ বার ডেল্টামেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন: ডেসিস ২.৫ ইসি ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০ লিটার মিশিয়ে স্প্রে করুন। আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার /২ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

জমি পরিষ্কার রাখুন।

অন্যান্য :

বাগানে আলোর ফাঁদ স্থাপন করুন। আক্রান্ত গাছে ৫ গ্রাম সাবানের গুড়া প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে সপ্তাহে ২ দিন পাতার নিচ দিয়ে স্প্রে করুন। মোচা বের হবার সাথে সাথে ১০৫ সেমি (৪২ইঞ্চি) x ৭৫ সেমি (৩০ইঞ্চি) দুই মুখ খোলা মোশারির নেট/ ছিদ্রা যুক্ত পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিন। নিচ দিক খোলা রাখুন।

আলোক ফাঁদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

ফলের সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, মৃত্যুঞ্জয় রায়, ২০১৬, অনিন্দ্য প্রকাশনী।

পোকাকার নাম : কলা গাছের কান্ডের উইভিল

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণবয়স্ক পোকা ১০.০-১৩.০ মিমি লম্বা। বাচ্চা ৮-১২ মিমি লম্বা। পূর্ণবয়স্ক পোকাকার রং চকচকে কালো। উপরের শক্ত আবরণ কিছুটা খাটো। এই পোকাকার লম্বা শূঁড় থাকে। কীড়া সাদা।

ক্ষতির ধরণ : পূর্ণবয়স্ক উইভিল কলা গাছের গোড়ায় শিকড়ের উপর ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে গ্রাব (বাচ্চা) বের হয় এবং ভেতরে ঢুকে যায়। ক্রমেই এটি উপর দিকে উঠে ও কান্ডের মাঝে কুড়ে কুড়ে খায় ও আক্রান্ত অংশ পচে যায়। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে ডগার পাতা শুকিয়ে যায় এবং কোন কলা হয় না এবং গাছ মরে যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : আগা , কাণ্ড , কান্ডের গৌড়ায়

পোকাকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : লার্ভা , পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে কার্বোফুরান জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ ফুরাডান ৫ জি ১০ গ্রাম) প্রতি গাছের গোড়ার চারপাশে মাটিতে মিশিয়ে মাটি ভিজিয়ে দিন।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আক্রান্ত জমিতে ২-৩ বছর কলা আবাদ করবেন না। জমির আশ পাশ পরিষ্কার রাখুন। আক্রান্ত জমি থেকে চারা সংগ্রহ করবেন না।

অন্যান্য :

হলুদ রঙের ফাঁদ ব্যবহার করুন। তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার নির্যাস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করুন।

হলুদ ফাঁদ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও তার ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

কলা এর রোগের তথ্য

রোগের নাম : কৃমি রোগ

রোগের কারণ : কৃমি

ক্ষতির ধরণ : কৃমি শিকড়ে আক্রমণ করে ক্ষত করে। ক্ষত স্থান দিয়ে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক জীবাণু প্রবেশ করে শিকড় পচিয়ে ফেলে। শিকড় মাটি আঁকড়ে থাকার ক্ষমতা হারায়। আক্রান্ত গাছ সহজে পড়ে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : শিকড় , গৌড়া

ব্যবস্থাপনা :

বছরে ৩-৪ বার জমিতে ফুরাদান ৫ জি বা বিস্টারেন ৫জি ৪৫-৬০ কেজি / হেক্টর প্রয়োগ করুন।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

২-৩ বছর শস্য পর্যায় অবলম্বন করা ও কলা চাষ একই জমিতে বার বার না করা। ১০-১২ মাসের জন্য কলার জমি পতিত রাখা।

অন্যান্য :

আক্রান্ত চারার গৌড়ায় কালো দাগ থাকলে তা চেঁছে তুলে ফেলা। আক্রান্ত চারার গৌড়া গরম পানিতে (৫৫ ডিগ্রি সে.) ২০ মিনিট ডুবিয়ে রাখা।

তথ্যের উৎস :

ফল উৎপাদনের উন্নত কলাকৌশল, ২০১১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

রোগের নাম : কান্ড পচা বা হার্ট রোগ

রোগের কারণ : ব্যাকটেরিয়া

ক্ষতির ধরণ : কচি পাতায় আগা থেকে ক্রমে নিচের দিকে সম্পূর্ণ ভারাইল/ বুগুলি / মাঝ অংশ আক্রমণ করে। আক্রান্ত অংশ প্রথমে হলুদ, পরে কালো হয়ে পচে যায়। রোগের প্রধান লক্ষণ হল গাছের শীর্ষ পাতা কাল হয়ে পচে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা

ব্যবস্থাপনা :

আক্রান্ত গাছ উঠিয়ে ধ্বংস করুন।

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আক্রান্ত বাগান থেকে চারা সংগ্রহ করবেন না। আক্রান্ত জমিতে কলা চাষ করবেন না। জমি বেশি স্যুঁত স্যুঁত রাখবেন না। যন্ত্রপাতি সংক্রমণমুক্ত রাখুন।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগের নাম : কলার সিগাটোকা রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : এ রোগের প্রাথমিক লক্ষণ হল গাছের তৃতীয় ও চতুর্থ কচি পাতায় ছোট ছোট হলুদ দাগ পড়ে। দাগগুলো ধীরে ধীরে বড় হয় ও বাদামী ঝলসানো রঙ ধারণ করে। বেশি আক্রান্ত পাতা আগুনে ঝলসানো বা পোড়া মনে হয়। আক্রান্ত গাছের ফলন ১০-১৫% কম হয়। তীব্র আক্রমণে অনেক পাতা সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমনঃ নোইন ২০ গ্রাম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করুন।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

প্রতিরোধী জাত চাষ করুন। কলা সংগ্রহের পর পর পাতা পুড়িয়ে ফেলুন। সঠিক দুরন্তে গাছ রোপণ করুন যেন সব গাছ পর্যাপ্ত আলো বাতাস পায়।

তথ্যের উৎস :

ফল উৎপাদনের উন্নত কলাকৌশল, ২০১১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

রোগের নাম : পানামা রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : প্রথমে বয়স্ক পাতার কিনারা হলুদ হয় এবং পরে কচি পাতাও হলুদ রং ধারণ করে। পরবর্তিতে পাতা বোটার কাছে ভেঞ্জে নিচের দিকে বুলে পড়ে এবং গাছ মারা যায়। কোন কোন সময় গাছ লম্বালম্বিভাবে ফেটেও যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কাণ্ড , পাতা

ব্যবস্থাপনা :

আক্রান্ত গাছ গোড়া ও মাটিসহ উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলুন। আক্রান্ত ক্ষেতে ৩-৪ বছর কলা চাষ করবেন না ।

পূর্ব-প্রস্তুতি :

চারা লাগানোর পূর্বে গর্তে ১% ফরমালিন ও ৫০ ভাগ পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিন এবং ১০-১২ দিন পর চারা রোপণ করুন। বাগান পরিষ্কার রাখুন। আক্রান্ত বাগান থেকে চারা সংগ্রহ করবেন না। আক্রান্ত জমিতে অন্তত ৪ বছর কলা চাষ করবেন না।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

রোগের নাম : কলার গুচ্ছমাথা রোগ/ভাইরাস রোগ

রোগের কারণ : ভাইরাস

ক্ষতির ধরণ : কলা গাছের বৃদ্ধি হ্রাস পায় এবং পাতা গুচ্ছাকারে বের হয়। পাতা আকরে খাটো এবং উপরের দিকে খাড়া থাকে। কচি পাতার কিনারা উপরের দিকে বাকানো এবং হলুদ রংয়ের হয়। পাতার শিরার মধ্যে ঘন সবুজ দাগ পড়ে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

জাব পোকা এ রোগের বাহক, এ পোকা দমনে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মি.লি. (২ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করুন।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আকান্ত গাছ দেখামাত্র গোড়াসহ তুলে পুড়ে বা পুঁতে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

রোগের নাম : কলার কিউকাম্বার মোজাইক ভাইরাস রোগ

রোগের কারণ : ভাইরাস

ক্ষতির ধরণ : পাতায় হলুদাভ সবুজ দাগের মিশ্রণ থাকে, ফলন ব্যাপকভাবে কমে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

জাব পোকা এ রোগের বাহক, এ পোকা দমনে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মি.লি. (২ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করুন।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

জাব পোকা এ রোগের বাহক, এ পোকা দমনে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মি.লি. (২ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

কলা এর ফসল তোলা এবং সংরক্ষণের তথ্য

ফসল তোলা : রোপণের ১০-১৩ মাসের মধ্যে সাধারণত সব জাতের কলাই পরিপক্ব হয়। কলার গায়ের শিরাগুলো তিন-চতুর্থাংশ পুরো হলেই কাটতে হয়। তাছাড়াও কলার অগ্রভাগের পুষ্পাংশ শুকিয়ে গেলে বুঝতে হবে কলা পুষ্ট হয়েছে। কলার রং হালকা হয় আসবে। সাধারণত মোচার আসার পর ফল পুষ্ট হতে আড়াই থেকে চার মাস সময় লাগে।

ফসল সংরক্ষণের পূর্বে :

কলা কাটানোর পর কাঁদি শক্ত জায়গায় বা মাটিতে রাখলে কলার গায়ে কালো দাগ পড়ে ও কলা পাকার সময় দাগওয়ালা অংশ তাড়াতাড়ি পচে যায়। খড় বা চট বিছিয়ে তার উপর কাঁদি রাখুন।

প্রক্রিয়াজাতকরণ :

সাধারণত কাঁচা কলা তরকারি ও পাকা কলা ফল হিসেবে সরাসরি খাওয়া হয়। তবে পাকা কলা ভিনেগার, জেম, জেলি, চিপস, কেচাপ এবং আটা দিয়ে নানা পদের খাবার তৈরিসহ প্রসাধনীর উপকরণের জন্য প্রক্রিয়াজাত করা হয়।

সংরক্ষণ : কলা ১৩-১৪ ডিগ্রি সেঃ তাপমাত্রা ও ৯৫-১০০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ১৫-২০ দিন সংরক্ষণ করুন। কাঁচা কলা ১১ ডিগ্রি সেঃ নিচে রাখবেন না, এতে কলার রং নষ্ট হয়। ২ কেজি পুষ্ট কাঁচা কলা কেটে ১ কেজি কাঠের গুড়াতে ১.৫ লিটার পানিতে আর্দ্র করে তাতে প্রায় ৩০ দিন সংরক্ষণ করতে পারেন। এভাবে যেমন পাকানো দেরি করা যায়, তেমনি কলার মান ও রং বজায় থাকে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

কলা এর বীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণের তথ্য

বীজ উৎপাদন :

ফুল আসার সময় গাছ প্রতি বালাই মুক্ত চারা রোপণের জন্য অসি তেউড় (Sword Sucker) নির্বাচন করুন। বাকি চারা মাটি বরাবর কেটে দিন। অসি তেউড়ের পাতা সরু ও সুঁচালো, অনেকটা তলোয়ারের মত। গুড়ি বড়, শক্তিশালী, কান্ড ক্রমশ নিচের দিক থেকে উপরের দিকে সরু হয়। তিন মাস বয়সের সুস্থ, সবল তেউড়/কন্দযুক্ত অসি/ চিকণ পাতাওয়ালা, যা গোড়া থেকে আগার দিক সরু চারা রোগমুক্ত বাগান থেকে সংগ্রহ করুন।

বীজ সংরক্ষণ:

চারার গোড়া থেকে পুরতন শিকড় এবং গোড়া থেকে ১০-১৫ সেমি রেখে উপরের অংশ হেঁটে দিন। ছায়া ও আর্দ্রতায়ুক্ত স্থানে চারা রাখুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

কলা এর কৃষি উপকরণ

বীজপ্রাপ্তি স্থান :

১। বিএডিসি ও সরকারি অনুমোদিত সকল বীজ ডিলার।

২। বিশ্বস্ত বীজ উৎপাদনকারী চাষী।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :

নিকটস্থ বাজারের অনুমোদিত বালাইনাশক বিক্রেতার নিকট হতে বালাইনাশকের মেয়াদ যাচাই করে বালাইনাশক কিনুন।

সারডিলারের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), ১৬/০২/২০১৮।

কলা এর খামার যন্ত্রপাতির তথ্য

যন্ত্রের নাম : খুরপি/ নিড়ানি /কাঁচি/ হাসুয়া

ফসল : কলা

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

হস্ত চালিত/ কায়িকশ্রম।

যন্ত্রের ক্ষমতা : হস্ত চালিত/কায়িক শ্রম।

যন্ত্রের উপকারিতা :

আগাছা বাছাই। ফসল তোলা ও পরিচর্যা।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

সামান্য মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যোগ্য।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরণ এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি, ২০১৮।

যন্ত্রের নাম : ছোট সেচযন্ত্র /ঝাঁঝরি/কলসি

ফসল : কলা

যন্ত্রের ধরন : সেচ

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

হস্ত চালিত/ কায়িক শ্রম।

যন্ত্রের ক্ষমতা : হস্ত চালিত/কায়িক শ্রম।

যন্ত্রের উপকারিতা :

সেচ কাজে লাগে।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

সহজে বহন যোগ্য

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরণ এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি, ২০১৮।

যন্ত্রের নাম : কোদাল

ফসল : কলা

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

হস্ত চালিত/ কায়িক শ্রম।

যন্ত্রের ক্ষমতা : হস্ত চালিত/কায়িক শ্রম।

যন্ত্রের উপকারিতা :

গাছের গোড়ায় মাটি তোলা/ আইল ছাঁটা, সেচ ও নিকাশ নালা তৈরি। কম জমির জন্য ফসল তোলা ও পরিচর্যা ব্যবহার হয়।।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

সাশ্রয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যোগ্য।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরণ এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি, ২০১৮।

যন্ত্রের নাম : বারি সোলার পাম্প

ফসল : কলা

যন্ত্রের ধরন : সেচ

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

সূর্যালোক ও যান্ত্রিক।

যন্ত্রের ক্ষমতা : গড় পানি নির্গমণ ক্ষমতা প্রতি মিনিটে ১৪০ লিটার।

যন্ত্রের উপকারিতা :

কৃষিতে সৌর পাম্প সেচ পদ্ধতি ডিজেল চালিত সেচ পাম্পের বিকল্প, দূষণমুক্ত ও পরিবেশবান্ধব। বারি সোলার পাম্প ডিজেল চালিত পাম্পের বিকল্প হতে পারে।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

বারি উদ্ভাবিত সেন্দ্রিফিউগাল টাইপ সৌর পাম্প ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি সেচের জন্য উপযোগী। ২০ ফুট গভীরতা থেকেও পানি তোলা যায়। চালনায় তৈল ও জৈব জ্বালানি লাগে না। ৯০০ ওয়াট সোলার প্যানেল দিয়ে চালনা করা হয়। এ পাম্পে কোন ব্যাটারি লাগে না।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

কলা এর বাজারজাত করণের তথ্য

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

ভার, ভ্যান, সাইকেল, নৌকায়।

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

ট্রাক, রেল পথে, কাভার্ড ভ্যান স্টিমার।

প্রথাগত বাজারজাতকরণ :

পাতার পাটিতে, বাঁশের বিশেষ বুড়িতে কলাপাতা দিয়ে কাঁদি ঢেকে।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ :

কাঁদি, ফানা কাগজে মুড়ে নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রায় ছিদ্রযুক্ত কাঠ বা প্লাস্টিক বুড়িতে ও কার্টনে।

ফসল বাজারজাতকরণের বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।